দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV. 20 2001

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

# বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠিত হচ্ছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিনির্ভর শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধে সরকার শেষ পর্যন্ত পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। গঠিত হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা সার্ভিস কমিশন। এই কমিশনের কাজ হবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ করা। মন্ত্রিপরিষদের সভায় অতি সম্প্রতি এ ধরনের কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কমিশনটি অনেকটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আদলে বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগের কাজ করবে। বিএনপি সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন-ভাতার শতকরা এক শ' ভাগ প্রদানের শুরু থেকেই শিক্ষা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করবে। খবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রের।

দেশের বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় তিন লক্ষাধিক শিক্ষক নিয়োগ পাবার পর সরকারের বোধোদয় হয়েছে যে, নিয়োগ প্রক্রিয়া যথাযথ হচ্ছে না। শিক্ষার মান নিম্নগামী হবার কারণ হিসাবে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দায়ী করা হচ্ছে। বিশেষ করে নব্বইয়ের দশক থেকে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, ডোনেশন ও স্বজনপ্রীতি প্রাধান্য পেয়ে আসছে। পরিস্থিতি এতই নাজুক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, খোদ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা অন্য কোন অনুরূপ বডির মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়ে

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

## বেসরকারী শিক্ষক

(১২-এর পাতার পর)

আসছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন গঠনের কথা বলা হয় এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শুরু হয় কমিশন গঠনের চিন্তাভাবনা। সরকার পরিবর্তনের পর এই উদ্যোগ আর এগোয়নি। অতি সম্প্রতি নতুন সরকারের মন্ত্রিপরিষদের এক সভায় জাতীয় শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।